প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নীলফামারী**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৫টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**নীলফামারী বড় মসজিদ**		নীলফামারী সদর	২৫°৫৬'১৪.০" উ. ৮৮°৫১'০০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৯৭)	হীলফামারীর বড় মসজিদটির দেয়ালের পুরুত্ব ০.৬৫ মিটার, ভূমি থেকে কার্ণিস পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট। ছাদের উপরে ০৫ (পাঁচ) টি গম্বুজ রয়েছে। বড় গম্বুজের বাহিরের ব্যাস ৬.৫০ মিটার। চারকোণায় ৪টি গম্বুজের প্রতিটির ব্যাস ৩.১৫ মিটার। মসজিদে রয়েছে চারকোণায় চারটি কর্ণার টারেট।
২.	**বিন্নাদিঘীর ঘাট**		নীলফামারী সদর	২৬°০০'১২.৩" উ. ৮৮°৪৫'১৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২০ জুন ২০২০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩২)	ডোমার রেলস্টেশন হতে ১৩/১৪ কি:মি: দক্ষিন-পশ্চিমে এবং দিনাজপুরের খানসামা থানার পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত বিন্নাদিঘী। এই দিঘীর দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার প্রস্থ ৪৫০ মিটার। দিঘীর শান বাঁধানো ঘাটের অস্তিত্ব এতকাল পরেও টিকে আছে। এই দিঘির চারপাশে তেমন কোন প্রাচীন স্থাপনা নেই বললেই চলে। দিঘী থেকে প্রায় ৬০০ মিটার উত্তরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বাংসাবশেষ দেখা যায়।
৩.	**ধর্মপালের গড়**		জলঢাকা ধর্মপাল	২৬°০৪'৪৩.২" উ. ৮৮°৫৩'৫৫.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯৮৭	ধর্মপাল গড় পরিকল্পনায় নির্মিত। বলা হয় যে, রাজা ধর্মপাল এই প্রাচীন স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। উত্তর ও দক্ষিণসহ প্রতিটি প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থান সামান্য উদগত যা দুর্গে প্রবেশের দ্বার বলেই মনে হয়। মাটি দিয়ে নির্মিত প্রাচীরগুলো এখনও ১২ ফুট চওড়া এবং ৯.৫ ফুট উচু। প্রাচীর সংলগ্ন বাহিরে রয়েছে ১৫ ফুট চওড়া পরিখা। এর ভিতরে ২টি জলাশয় দেখা যায়।
৪.	**ঐতিহাসিক রাজা হরিশ চন্দ্রের পাঠ**		জলঢাকা খুটামারা	২৫°৫৯'৩৪.২" উ. ৮৮°৫৫'১৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ নভেম্বর ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৭)	রাজা হরিশচন্দ্র পাঠ দানবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঢিবিটি চাড়ালকাটা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রায় .৩৩ একর উঁচু জমিতে অবস্থিত। ঢিবিটির পরিমাপ: দৈর্ঘ্য ৪৪.২৬ মিটার, প্রস্থ ৪৩.২৬ মিটার এবং উচ্চতা ২মিটার। ঢিবির উপর নয় খন্ড বড় বেলে পাথর পড়ে আছে। পাথরগুলো আয়তাকার বিভিন্ন আকৃতির। রাজা হরিশচন্দ্র পাঠ হতে পোড়ামাটির ফলক, কাঠের তৈরী নারী মূর্তি, বেলে পাথরের খন্ডসহ বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ সংগৃহীত হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়**		জলঢাকা	২৫°৫৬'০৭.৬" উ. ৮৮°৫১'১৭.১" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.০১১৪.০১ ৬.১৫১.১৫-৩২৪ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫	নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত প্রাচীন ভবনটি ব্রিটিশ শাসনামলে নির্মিত। লাল রংয়ের প্রাচীন ভবনটি পূর্ব-পশ্চিমে ৭৬.৫২ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩২.৯৩ মিটার। ভবনটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্য এখনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও এমন পিয়াসু মানুষের কাছে আর্কষণের কেন্দ্র বিন্দু।